রোববার
১৯ মার্চ ২০২৩
৫ চৈত্র ১৪২৯ । ২৬ শাবান ১৪৪৪
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

মূল কাগজের ভেতরে ফিচার আয়োজন **সাহস**

সালেহউদ্দিন আহমেদের নিবন্ধ– ব্যাংকে আস্থা ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ ৪
ইমরান খানের বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি ১০
সরকার স্বস্তি পেলেও জনগণ ভুগবে ১২

মাঠে নামলেই অন্য সাকিব
পৃষ্ঠা ১৪

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৩৫২ । নগর সংস্করণ
www.samakal.com
TheDailySamakal samakaltw

আছেন পিএইচডিধারী শতাধিক শিক্ষক

সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী আইআইইউসিতে

সমকাল প্রতিবেদক

চট্টগ্রামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১২ হাজার ২০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (আইআইইউসি)। রয়েছে ৫০ একরের বিশাল ক্যাম্পাস। ১৪টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১১টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালু রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সর্বশেষ ২০২২ সালের বসন্ত ও শরৎকালীন সেমিস্টারে স্নাতক প্রোগ্রামে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ছিল ৫ হাজার ২৫২ জন। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে ২ হাজার ৯৮৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শাটল ট্রেন চালুর জন্য ইতোমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন নির্মাণকাজ শুরু করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, আইআইইউসিতে সব মিলিয়ে পূর্ণকালীন ৩৫২ জন শিক্ষক আছেন। তবে পাঠদানে সম্পৃক্ত ৪৩৩ জন শিক্ষক। যাদের মধ্যে পিএইচডিধারী শিক্ষক রয়েছেন ১০৩ জন। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে আইআইইউসিতে। লাইব্রেরিতে প্রায় ৯৪ হাজার বই, ২ হাজার ১৫১টি জার্নাল এবং ৫১৫টি অডিও-ভিজুয়াল সামগ্রী রয়েছে। প্রায় ৩৫ হাজার অনলাইন জার্নাল, ২ হাজার ই-বুক এবং ৫০ লাখ ই-থিসিসের অ্যাপস ও ডাউনলোড সুবিধা এখানে রয়েছে।

সীতাকুণ্ডের কুমিরায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর থেকে বি.এ. অনার্স ইন ফিকাহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, বিবিএ ইন ফিন্যান্স, এমবিএ ইন ফিন্যান্স, মাস্টার অব ফার্মাসি ও এমএসসি ইন ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম চালু প্রক্রিয়াধীন আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের আলোকে ২০২১ সালের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ড সংস্কার করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক ও চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ড. আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীকে আইআইইউসি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তর ঢেলে সাজানো হয়, আনা হয় নতুনত্ব। অবকাঠামো উন্নয়ন জোরদার করার পাশাপাশি একাডেমিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী মূল্যবোধের পাঠদানের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শচর্চার বিষয়কেও একাডেমিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সে আলোকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন করা হয় বঙ্গবন্ধু কর্নার। প্রতিষ্ঠা করা হয় দ্য বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলাম অ্যান্ড ইন্টার-রিলিজিয়াস ডায়ালগ, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল লেকচার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এ ছাড়া নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে ওয়াইফাই সুবিধা নিশ্চিতের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষগুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করার কাজ শুরু হয়। তাছাড়া দেশের একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আইআইইউসি শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শতভাগ পরিবহন সুবিধা দিয়ে আসছে। পরিবহন পুলে যুক্ত করা হয় নতুন নতুন বাস। সায়েন্স ফ্যাকাল্টির প্রত্যেকটি বিভাগ ল্যাবনির্ভর হওয়ায় ল্যাবগুলোকে যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

সাক্ষাৎকার | ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী, চেয়ারম্যান আইআইইউসি

গবেষণায় বছরে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়

সমকাল: নতুন শিক্ষার্থীরা কেন উচ্চশিক্ষার জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেবে?

নদভী: একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হলো মনোরম ও পরিকল্পিত ক্যাম্পাস ও মানসম্পন্ন শিক্ষা; যেখানে শিক্ষার্থীরা মনের আনন্দে গুণগত মানসম্পন্ন জ্ঞান অর্জন করতে আসবে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুপরিসর পর্যাপ্ত একাডেমিক ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এগিয়ে রয়েছে। মনোরম পরিবেশের এ ক্যাম্পাসই তাই গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের প্রথম আকর্ষণ বলা চলে। তাছাড়া গবেষণা,

পৃষ্ঠা ৩ : কলাম ১

সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী আইআইইউসিতে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, ফিমেল একাডেমিক জোনের চেয়ারম্যান রিজিয়া রেজা চৌধুরী বলেন, 'উচ্চশিক্ষায় নারীদের ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে এগিয়ে নিতে আইআইইউসি সম্পূর্ণ পৃথক ফিমেল একাডেমিক জোন প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফিমেল একাডেমিক জোনকেও গত দুই বছরে ঢেলে সাজানো হয় নতুন আঙ্গিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারে। তাদের জন্য রয়েছে একঝাঁক মেধাবী নারী শিক্ষক। ছাত্রীদের জন্য পৃথক একাডেমিক ভবন, অফিস, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটোরিয়াম, প্রার্থনা কক্ষসহ সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।'

সংশ্লিষ্টরা জানান, আইআইইউসি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পরিবেশ শুধু শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের গড়ে তুলতে আইআইইউসি সহপাঠ্যক্রমের সুযোগ তৈরি করেছে। আইআইইউসি ডিবেটার্স সোসাইটি, মডেল ইউনাইটেড নেশনস সোসাইটি, ফটোগ্রাফি সোসাইটি, হাল্ট প্রাইজ, রোবটিক সোসাইটি, ল সোসাইটি/ল ক্লাস এবং বিভিন্ন ক্লাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া আয়োজনের সাথে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালিত হয়। পাশাপাশি, বার্ষিক নাট্য উৎসব, ক্যারিয়ার মেলা, বইমেলা, শীতকালীন উৎসব, শিক্ষা সফর, ইন্ডাস্ট্রি পরিদর্শন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, সামাজিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রমে আইআইইউসি বেশ সক্রিয়। শুধু এক বছরেই আন্তর্জাতিক জার্নালে আইআইইউসি সংশ্লিষ্টরা ২৩০টি স্কুপাস-ইনডেক্স আর্টিকেল প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া ২০২২ সালে শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্কুপাস জার্নাল অনুযায়ী আইআইইউসি দেশের শীর্ষ ১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষণায় পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। এক বছরে আইআইইউসির সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন (সিআরপি) থেকে ছয়টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সিআরপি থেকে প্রতিবছর তিনটি পিয়ার রিভিউড জার্নাল প্রকাশিত হয়। এ তিনটি গ্রন্থ হলো– দিরাসাত আল-জামিআহ আল-ইসলামিয়াহ আল-আলামিয়াহ, মাল্টিডিসিপ্লিনারি বার্ষিক ইংরেজি জার্নাল আইআইইউসি স্টাডিজ ও আইআইইউসি বিজনেস রিভিউ।